৪ দিনে ১১ লাখ 'লাইক'

ভারতবাসী মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা এবং বাঁধভাঙা সমর্থনে বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সমর্থনের ধারা এখনো অব্যাহত। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ১১ লাখেরও বেশি 'লাইক' পেয়েছে! পেজটি তৈরির মাত্র ৪ দিনের মাথায় এ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। 'লাইক'-এ আরো রয়েছে মানুষের শত শত কমেন্ট ও পরামর্শ। টুইটারে পিএমও (প্রাইম মিনিস্টার অফিস)-এর ১৪ লাখের মতো ফলোয়ার রয়েছে।

যিশুর মাথায় থম্পসন

ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা বিশ্বকাপের আয়োজনে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন পর্যটকগুরু লি থম্পসন। তিনি কীভাবে যেন ব্রাজিলের পর্যটন ব্যুরোর অনুমতি

নিয়ে দেশটির বিশ্বখ্যাত 'ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার' ভাস্কর্যের শিখরে উঠে নিজের সেলফি তুলেছেন। যিশুর ১শ ২৪ ফুট উচ্চতার এই দর্শনীয় ভাস্কর্যের মাথায় ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়, তাও এমন সময় যখন এটি মেরামতের কাজ চলছে। তার এই অভূতপূর্ব সেলফি দেখে সবাই বিস্মিত। ছবিটি এমনভাবে তোলা হয়েছে যে, নিচে রিও ডি জেনিরো শহরটিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই ৩১ বর্ষীয় ব্রিটিশ পর্যটকের ভাস্কর্যের শিখরে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগেছে।

রোমান্টিক রহস্য মৎস্যকন্যা

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের লেখা রূপকথা এবং পুরনো গল্পগাথায় মৎস্যকন্যার অস্তিত্ব রয়েছে। ধারণা করা হয়, পৌরাণিক কাহিনীতে মৎস্যকন্যাকে প্রথম পাওয়া যায় আনুমানিক ১ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু বিজ্ঞান মৎস্যকন্যার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ২০১২ সালে

অ্যানিমাল প্লানেট টিভি চ্যানেল দাবি করেছিল, মৎস্যকন্যা আছে। পরে জানা যায়, তা মিথ্যা ও বানোয়াট। আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপের সংস্কৃতিতেও মৎস্যকন্যা রয়েছে। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হাইতির কাছে মৎস্যকন্যা দেখার অভিজ্ঞতার কথা স্বয়ং ক্রিস্টোফার কলম্বাসও উল্লেখ করেছেন। আরেক অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জন স্মিথের দাবি, তিনি ১৬১৪ সালে মৎস্যকন্যা দেখেছিলেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, তারা আসলে জলজ স্তন্যপায়ী অন্য কোনো প্রাণীকে মৎস্যকন্যা বলে ভুল করেছিলেন। মৎস্যকন্যা আজো এক রোমান্টিক রহস্য।

অবশেষে খোলা হচ্ছে ৩টি সিন্দুক

কলকাতার গড়িয়াহাটিতে জনৈক মহামায়া পালের একটি বাড়ি ছিল। ২০০৮ সালে তিনি একটি জুতা কোম্পানির কাছে বাড়িটি বিক্রি করে দেন। বাড়িটি ভেঙে বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তখন মাটির নিচে পাওয়া যায় ৩টি লোহার সিন্দুক। খবর পেয়ে গড়িয়াহাটি থানার পুলিশ সিন্দুক ৩টি জব্দ করে। এগুলোর মালিকানা বিষয়ক মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সিন্দুকগুলো আজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। সিন্দুকের মালিকানা চেয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মালিক সিভিল কোর্টে মামলা করেছিল। সুতরাং ৬ বছর ধরে সিন্দুকগুলো থানার মালখানায় পড়ে আছে। অবশেষে মালিকানা নির্ধারণ করতে আদালত সিন্দুকগুলো খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। ১৬ জুন খোলা হচ্ছে সিন্দুক।

হিটলারের টেবিল

ঘুরে-ফিরে হিটলার। এখনো তিনি গণমাধ্যমের শিরোনাম হন। এবার তিনি শিরোনাম তারই ব্যবহৃত একটি কাঠের টেবিলের সুবাদে। ১৯৩৭ সালের একটি টেবিল পাওয়া গেছে। এটি ছিল হিটলারের বার্লিনে অবস্থিত বাঙ্কারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে টেবিলটি মার্কিন সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এটি তাদের কাছেই ছিল। পরে ২০০০ সালে জার্মান সরকার তা ফিরিয়ে আনে। তখন থেকেই টেবিলটি স্টোররুমে পড়ে ছিল। এখন এটিকে পুনরায় সামনে আনা হয়েছে। আর টেবিলটিকে কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিশ্বের সব সংগ্রাহক। কিন্তু জার্মান সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে– এটি কোনোদিনও বিক্রি করা হবে না।

–সুদীপ্ত সালাম